আজম হাশিমি

প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে

তুর্কিস্তানের রক্তাক্ত ইতিহাস

প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে

তুর্কিস্তানের রক্তাক্ত ইতিহাস

মূল : আজম হাশিমি
অনুলিখন : আবাদ শাহপুরি
অনুবাদক : হুজাইফা মাহমুদ
সম্পাদক : সাবের চৌধুরী

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : জুন ২০২২

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২২০, US $ 10, UK £ 7

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
মহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96590-7-5

Turkistaner Roktakto Etihas
by Azom Hashimi

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

ককেশাসের মহান মুজাহিদ ইমাম শামিল, স্বাধীন তুর্কি সালতানাত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রাণ উৎসর্গকারী মহান বীর আনোয়ার পাশাসহ তুর্কিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্যাগের দাস্তান রচনাকারী মুজাহিদদের প্রতি।

আসমান তাঁদের কবরে শিশির ঝরাক দিবারাত। আমাদের তাওফিক দিন তাঁদের দেখানো পথে চলার। ইতিহাস তাঁদের করে রাখুক অবিস্মরণীয়।

—অনুবাদক।

◆

প্রকাশকের কথা

গ্রন্থটিতে প্রত্যক্ষদর্শী এক ধীমান মনীষার বয়ানে উঠে এসছে তুর্কিস্তানের রক্তাক্ত ইতিহাস। সেখানকার মুসলমানদের ওপর বয়ে যাওয়া নির্মম আখ্যানের জীবন্ত সব গল্প বলেছেন উম্মাহদরদি এই মহান চিন্তক। তিনি নিজেও বার বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন, সে কথাও তুলে ধরেছেন জায়গায় জায়গায়। গ্রন্থটিতে মোটাদাগে তাঁর নিজের দেখা ও পর্যবেক্ষণ করা বিষয়গুলোই প্রাধান্য পেয়েছে। এর বাইরে তখনকার তুর্কিস্তানের অবস্থার ওপরও মোটামুটি আলোচনা এসেছে।

সাধারণত ইতিহাস-লেখকরা সময়ের পেছনে দাঁড়িয়ে বয়ান করে থাকেন আগের সময় এবং সময়ের ঘটনা-দুর্ঘটনাকে। এই এমনতর অবস্থায়ও শব্দ, বাক্য এবং কথা-কাহিনির শিল্পিত বয়ান কাতর হয়ে, কখনো-বা পাথর হয়ে শুনতে থাকি আমরা। বিপরীতে খোদ লেখকই যখন ঘটনার দুর্গে দাঁড়িয়ে আমাদের শোনাতে যাবেন নিরুপায় দিনমানের কাহন, তখন লেখা বা বলা এবং শোনা বা পড়ার চিত্রটা কেমন হতে পারে, ভাবুন একটু। হয়তো এ কারণেই গ্রন্থটি পড়তে পড়তে চোখে যেমন অশ্রু ঝরে, হৃদয় তেমনি কাজ করে এক না-বলা, না-বোঝাতে পারা নিষ্পাপ বেদনা। লোমহর্ষক ঘটনাগুলো নিবিড় পাঠের গতি থামিয়ে দিয়ে মনকে যেমন তুর্কিস্তানের রাস্তা, মরুভূমি আর পাহাড়-জঙ্গলে নিয়ে যায়, তেমনি রুশভল্লুকদের প্রতি ঘৃণায় কাঁপাতে থাকে শরীর। আমি বেশি কিছু বলছি না। বাকিটা পাঠক পড়েই জানতে পারবেন।

গ্রন্থটির কাজে নানাভাবে অনেকেই জড়িয়ে আছেন। আমি সবার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। প্রথমেই গ্রন্থটির বয়ানকারী আজম হাশিমি ও অনুলিখক আবাদ শাহপুরির মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ তাঁদের এবং পৃথিবীর আনাচে-কানাচে শহিদ হওয়া সবার দরজা বুলন্দ করুন। বিশেষ করে তুর্কিস্তানের তখনকার শহিদদের যেন জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন। গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য পরামর্শ দেওয়ায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইমরান রাইহানের। এটি অনুবাদ করেছেন হুজাইফা মাহমুদ। চমৎকার অনুবাদ তাঁর। সম্পাদনা করেছেন সাবের চৌধুরী ও মুতিউল মুরসালিন। আর আমি নিজেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

এখানে একটি বিষয় জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। গ্রন্থটিতে শিরোনাম-উপশিরোনাম ছিল না। দেখা ও পড়ার সুবিধার্থে আমরা এগুলো যুক্ত করে সূচিবদ্ধ করেছি। এতে বিষয়গুলো খুঁজে পেতে বা হৃদয়ঙ্গম করতে যেমন সুবিধা হবে, তেমনি দেখতেও ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
২০ মার্চ ২০২২

◆

অনুবাদকের কথা ও কাহিনি পরিচিতি

১.

আজম হাশিমির জন্ম ফারগানা উপত্যকা—বর্তমান উজবেকিস্তানেরর আন্দিজান জেলায়। তিনি ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মাতা উভয়ের পরিবারই দীনদারি, তাসাওউফ ও ধর্মীয় জ্ঞানগরিমার ফলে সে অঞ্চলে সুপরিচিত ছিল। এসব অঞ্চলে রাশিয়ার জার সম্রাটের চালানো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত লড়াইয়ের প্রথমসারির যোদ্ধা ছিলেন তাঁর নানা মাওলানা গিয়াসুদ্দিন ইশান। তাঁর পিতা খাজা খান দামলা ছিলেন বরেণ্য আলিম ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তাঁর মা-ও ছিলেন আরবি ও ফারসিতে পারদর্শী বিদ্বান মানুষ।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে রাশিয়ার জার সরকারকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্রবাদীদের উত্থান ঘটলে তারা রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আগ্রাসন চালায়। এতে আজম হাশিমির পরিবারের অধিকাংশ পুরুষ শহিদ হন। ফলে হাশিমিকে তাঁর মায়ের কাছেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে হয়। এরপর মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন তুর্কিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল বুখারা, সমরকন্দ প্রভৃতি স্থানে অত্যন্ত গোপনে। কেননা, কমিউনিস্ট সরকার তখন সব ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ ও চর্চা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। শুধু তা-ই নয়, এ ছিল রীতিমতো দণ্ডনীয় অপরাধ।

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কিস্তানের মুসলিমদের ওপর কমিউনিস্টদের আগ্রাসন সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। সাম্যের নাম করে যে মতবাদটি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল, ক্ষমতালাভের পর সেটা বেরিয়ে আসে তার আসল চেহারায়। নিরপরাধ মুসলিমদের ওপর নেমে আসে এক ভয়াল সময়। এত নিষ্ঠুর, নৃশংস আর অমানবিক তাদের ভেতরের রূপ, শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মনের অজান্তেই। ফলে মুসলিমদের জন্য মুসলিম হিসেবে ইমান-আমল হিফাজত করা দূরে থাক, কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বসবাস করাই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ওই অঞ্চলের মুসলিমদের একটি বড় অংশ বিভিন্ন দেশে হিজরত করা শুরু করে। আফগানিস্তান, তুরস্ক, সৌদি আরব আর ভারত-পাকিস্তান ছিল তাদের অন্যতম গন্তব্য।

আজম হাশিমি অত্যন্ত ধার্মিক ও গভীর দীনি মূল্যবোধ লালনকারী পরিবারের সন্তান। কমিউনিস্টদের নির্মম আর অসভ্য কার্যকলাপ দেখে তাঁর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হতো। তাই ১৭ বছরের টগবগে তরুণটি নিজেকে সামলাতে না পেরে কখনো কমিউনিস্টদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেতেন। এতে তাঁর ওপর নেমে আসত ভয়াবহ শাস্তি। অপরদিকে তাঁর মহীয়সী মায়ের নামটিও উঠে গিয়েছিল কমিউনিস্টদের কালো তালিকায়। ধর্মীয় দৃঢ়তা ও অবিচলতার কারণে একসময় কমিউনিস্ট প্রশাসন তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করে দেয়। নিজ দেশে তিনি হয়ে যান পরবাসী। প্রিয় জন্মভূমিতে জীবনযাপনটাই তাঁর জন্য হয়ে ওঠে কঠিন ও দুঃসাধ্য। অন্য সন্তানরা ছোট থাকায় আজম হাশিমিই ছিলেন তাঁর বৃদ্ধ মায়ের একমাত্র অবলম্বন। ফলে ইমান-আমল বাঁচাতে অন্য দেশে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর জন্য মোটেও সহজ ছিল না; কিন্তু তাঁর মা ছিলেন অন্য ও ভিন্ন প্রকৃতির। ইসলামের জন্য উৎসর্গপ্রাণ। অনড় ও অবিচল। তাই ছেলের ইমান-আমল হিফাজতের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে নিজের সীমাহীন কষ্ট হবে জেনেও তাঁকে হিজরতের জন্য প্রস্তুত করেন।

মাধ্যমিকপড়ুয়া ১৭ বছরের এক তরুণকে বৃদ্ধ মা, ছোট ভাইবোন, আজন্ম পরিচিত প্রিয় বাড়ি আর নিজ দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয় দিকচিহ্নহীন সুদীর্ঘ এক বিপৎসংকুল পথে। সঙ্গে একটি বালিশ, একখানা কুরআন শরিফ আর সামান্য কিছু মুদ্রা। গভীর অন্ধকারের রাতে রেড আর্মি (লাল ফৌজ) ও কমিউনিস্ট পুলিশের সন্ধানী-নজর ভেদ করে তিনি কোথায় যাবেন? কীভাবে যাবেন? কিছুই তাঁর জানা ছিল না। শুধু এটুকু জানতেন, আমাকে যেতে হবে। নিজের ইমান ও ইসলাম বাঁচাতে হলে পালাতে হবে এ দেশ ছেড়ে।

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চের শুরুর দিকে কোনো এক গভীর রাতে আজম হাশিমির মা তাঁকে ঘুম থেকে জাগান। আজম হাশিমিও মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। খাবার তৈরি করে তাঁকে নিজ হাতে খাইয়ে দেন। দুজনে দু-রাকাত নামাজ পড়েন। এরপর দীর্ঘ নসিহত করে কলিজার টুকরো সন্তানকে মূল ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দেন অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে। সামনে কী অপেক্ষা করছে, মা-ছেলে কেউ জানেন না।

২.

আজম হাশিমি নিজেই নিজের কাহিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সে বিবরণ শুনে শুনে অনুলিখন করেছেন পাকিস্তানের সুসাহিত্যিক আবাদ শাহপুরি। গ্রন্থটি উর্দুতে প্রকাশিত হয় *বুখারা ও সমরকন্দ কি খুনে সারগুজাশ্ত* নামে, ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে। এটির প্রথম সন্ধান পাই ছোট ভাই প্রিয় আনাস চৌধুরীর কাছে। সে তখন সৌদি আরবের

একজনের অনুরোধে আরবিতে অনুবাদের কাজ করছিল। গ্রন্থটি পড়ার পর আমার হৃদয় গভীর এক বেদনায় আচ্ছন্ন হয়। এরপর ভেতরে একটি দায়বোধ জাগে। মনে হয়, এ কাহিনি বাংলাভাষীদেরও জানার দরকার আছে। এ বেদনার উপাখ্যান, বিস্মৃত সত্য ইতিহাস সংরক্ষণের তাগিদে তখনই অনুবাদের কাজে হাত দিই। অনুবাদ করতে গিয়ে ভাষাগত বিশেষ কোনো স্বাধীনতা নিইনি; শুধু ভাষাটি রূপান্তর করে দিয়েছি, যেন পাঠক মূল গ্রন্থটিই পড়ার সুযোগ পান। পুরো তরজমাটি আগাগোড়া দেখে পরিমার্জন করে দিয়েছেন বড় ভাই শ্রদ্ধেয় সাবের চৌধুরী।

কাহিনি শেষ হওয়ার পর আজম হাশিমি আরও অনেক বছর জীবিত ছিলেন। পাকিস্তানে তাঁর একটি বর্ণাঢ্য সংগ্রামী জীবন রয়েছে। সে জীবন নিয়ে জানার একটা অদম্য কৌতূহল পাঠকের থেকে যাবে, স্বাভাবিক। তাই আনাস চৌধুরী তাঁর সে দ্বিতীয় জীবন নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি রচনা লিখে দিয়েছেন।

সাবের ভাইয়া ও আনাস দুজনের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা। তুর্কিস্তানে কমিউনিজমের যে ভয়াল থাবা, যে ইতিহাস কুখ্যাত নির্মমতার উপাখ্যান, সে বিষয়ে আরও ভালো করে জানার জন্য আহমাদ জারাফির সমৃদ্ধ একটি রচনাও অনুবাদ করে গ্রন্থভুক্ত করে দিয়েছি।

কালান্তর বাংলাদেশের অন্যতম প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ইতিহাস-বিষয়ক বইপত্র তারা আদর্শিক দায় থেকেই অত্যন্ত আগ্রহ ও যত্ন নিয়ে প্রকাশ করেন। এমন একটি প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ হচ্ছে, এ আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। পাণ্ডুলিপি হস্তান্তরের পর থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের কাজে যে পেশাদারিত্ব ও যত্ন দেখেছি, খুবই ভালো লেগেছে। এ জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কালান্তর ও এর প্রকাশক আবুল কালাম আজাদের প্রতি।

আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। ভুলত্রুটি আল্লাহপাক ক্ষমা করুন এবং এই কাহিনি থেকে শিক্ষা লাভ করে আমাদের সঠিক পথ চেনার তাওফিক দান করুন। আমিন।

দুআর মুহতাজ
হুজাইফা মাহমুদ
বহুলা, হবিগঞ্জ

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১৫

প্রথম অধ্যায়

চোখে দেখা তুর্কিস্তানের রক্তাক্ত উপখ্যান # ১৭

এক : গন্তব্য অজানা : লক্ষ্য স্থির ১৭
দুই : জার সম্রাটের যুগে তুর্কিস্তান ২০
তিন : কমিউন্টিদের দখলে তুর্কিস্তান এবং নির্যাতনের নতুন মাত্রা ২২
চার : গন্তব্য খোকান্দ ২৭
পাঁচ : লাশের সঙ্গে চিরকুট ২৮
ছয় : শায়খুল ইসলামের ওপর নজরদারি ২৯
সাত : ইমামতি ও মকতবের দায়িত্বে ৩৩
আট : গন্তব্য সমরকন্দ ৩৪
নয় : দামলা বুখারির সান্নিধ্যে ৩৬
দশ : বুখারার করুণ অবস্থা ৩৭
এগারো : ছুরির নিচ থেকে ফিরে আসা ৪০
বারো : নিষ্ঠুর গণহত্যা ৪২
তেরো : কমিউনিস্টদের প্রতারণা ৪৩
চৌদ্দ : নির্যাতনের নানা রূপ ৪৬
পনেরো : গন্তব্য সবজ শহর ৫২
ষোলো : জনগণের প্রতিরোধ ৫৪
সতেরো : মামার সঙ্গে সাক্ষাৎ ৫৮
আঠারো : কউমিনিজমের মুখোশ ৫৯
উনিশ : তুচ্ছ বিষয়ে আলিমদের জড়িয়ে পড়ার পরিণতি ৬১
বিশ : কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহর ৬৬
একুশ : গহীন জঙ্গলে ৬৭

বাইশ : অন্যান্য দেশের অসহযোগিতা ৭১
তেইশ : আফগান সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা ৭৩
চব্বিশ : হিন্দুস্থানের স্বাধীনতাকামী আলিমদের ব্যাপারে মিথ্যা বয়ান ৭৭
পঁচিশ : নিজ হাতে গর্ত করিয়ে আলিমদের জীবন্ত দাফন ৭৯
ছাব্বিশ : খোকান্দি হজরতের গৃহবন্দি ৮২
সাতাশ : ফায়ারিং স্কোয়াড ৮৬
আটাশ : মৃত্যুর ছায়ায় ৯১
উনত্রিশ : মুসলিম মেয়েদের করুণ দশা ৯৫
ত্রিশ : মৃত্যুহাতে আফগানিস্তানের পথে ১০১
একত্রিশ : দারুল ইসলাম আফগানিস্তানে ১০৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় জীবন # ১০৮

তৃতীয় অধ্যায়

স্ট্যালিন ও মধ্য-এশিয়া : কী ঘটেছিল দেয়ালের ওপারে # ১১৪
এক : মধ্য-এশিয়ায় মুসলিম ও বলশেভিক বিপ্লব ১১৫
দুই : স্ট্যালিন ও লোহার প্রাচীর ১১৭
    ১. ইসলাম, উন্নত গুণাবলি ও সৎকাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ১১৭
    ২. খুন, নির্যাতন, উৎখাত ও জাতিগত নিধন ১১৮
    ৩. জাতিগত বিভক্তি তৈরি এবং ইসলামি ঐক্য বিচ্ছিন্ন করা ১১৯
    ৪. নাস্তিকাবাদের বিস্তার এবং ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদের বাধ্যতামূলক... ১২১
    ৫. রুশ ভাষা চাপিয়ে দেওয়া, আরবি নিষিদ্ধ করা এবং আরবি হরফ... ১২২
    ৬. সম্পদ লুট ও পরিবেশ ধ্বংস করা ১২৩
    ৭. সংখ্যা বাড়ানোর মধ্য দিয়ে রুশদের আধিপত্য বিস্তার করা ১২৪
    ৮. সমাজতন্ত্রের পতন, টিকে গেল ইসলাম; কিন্তু... ১২৪

ভূমিকা

সমরকন্দ ও বুখারার ইতিহাস কেবল দুটি শহরের ইতিহাসই নয়; সমরকন্দ ও বুখারা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তুর্কিস্তানের সেই ভূমি, যা ইসলামের ইতিহাসে মা-ওয়ারাউন নাহার নামে প্রসিদ্ধ। সমরকন্দ ও বুখারা মুসলিমদের গৌরবময় ইতিহাসের এক সোনালি দ্বার। এই ভূমিতে উম্মাহর বড় বড় ব্যক্তিও জন্মেছেন; যাঁরা এর শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতির ইতিহাসকে রঙিন ও বর্ণিলকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন—সমরকন্দ ও বুখারার রক্তরাঙা ইতিহাস এই ভূমির সঙ্গেই সম্পৃক্ত। যখন সমাজতন্ত্র এই ভূমিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তখন এর কী অবস্থা ঘটেছিল, এ গ্রন্থটি সেই বিস্তৃত কাহিনিরই এক সংক্ষিপ্ত অধ্যায়। সংক্ষিপ্ত এ জন্য যে, এখানে শুধু সেসব কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে, যা তুর্কিস্তানের মুহাজির আজম হাশিমি নিজ চোখে দেখেছেন, শুনেছেন অথবা তাদের সঙ্গে তাঁর সরাসরি সাক্ষাৎ ঘটেছে।

আজম হাশিমি সেই সাহসী তুর্কিস্তানি মুহাজিরদের একজন, যাঁরা হিজরত করে তুরস্ক, সৌদি আরব ও পশ্চিম-ইউরোপে চলে যান। হাশিমি আফগানিস্তানের পথ ধরে এই উপমহাদেশে আসেন এবং এখানেই রয়ে যান শেষে। যখন পাকিস্তানের জন্ম হয়, তখন তিনি সে দেশে চলে আসেন। বিগত ৩৬-৩৭ বছর ধরে এই কাহিনি নিজের ভেতরেই লুকিয়ে রাখেন তিনি। বন্ধুবান্ধবরা পীড়াপীড়ি করেন তাঁকে, যেন তিনি এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন; কিন্তু হৃদয় ও আত্মার সেই ক্ষত খুলে দেখানোর মতো সাহস তিনি পাননি।

পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা যখন সমাজতন্ত্রের আওয়াজ ওঠায় এবং কতিপয় নামসর্বস্ব মাওলানা-মুফতি তাদের ডাকা সাড়া দিয়ে ময়দানে আসতে থাকে, তখনই তিনি জেগে ওঠেন। সমরকন্দ ও বুখারাতে একই চাল চালে তারা, যা আজ পাকিস্তানে করতে চাচ্ছে। সেখানে সমাজতন্ত্রীরা এভাবেই অর্থনৈতিক সাম্য এবং গরিব শ্রমিকদের দুঃখদুর্দশা দূরীকরণের স্লোগান নিয়ে মাঠে নামে; আর কতিপয় নামধারী ‘মোল্লা’ ও ‘মুফতি’ তাদের সহযোগিতা করে ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করে। তুর্কিস্তানের মুসলিমরা তাদের এসব কর্মকাণ্ডে প্রতারিত হয়; তারাও সমাজতন্ত্রকে

স্রেফ অর্থনৈতিক একটি মতবাদ হিসেবেই দেখতে থাকে। কিন্তু এই মতবাদ যখন পরিপূর্ণরূপে তাদের ওপর চেপে বসে, তখন তাদের ধর্ম-সমাজ-সভ্যতা, কৃষ্টি-কালচার ও স্বাধীনতা সবকিছুই হাতছাড়া হয়ে যায়।

হাশিমি যখন দেখলেন পাকিস্তানকেও সমরকন্দ ও বুখারা বানানোর চক্রান্ত চলছে, তখন পাকিস্তানের মুসলিমদের সামনে সমাজতন্ত্রের নাড়িনক্ষত্র বের করে দেখানোর সিদ্ধান্ত নেন। এ কারণেই তিনি তাঁর নিজের বেদনাদায়ক দীর্ঘ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি তা নতুন বিন্যাসে নিজের ভাষায় লিখেছি। এই রক্তরাঙা ইতিহাস উর্দু ডাইজেস্টের পাঁচ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এবার তা গ্রন্থাকারে পেশ করা হলো।

এই উপাখ্যানের সম্বোধন নামধারী সেই মাওলানা-মুফতিদেরও করা হয়েছে, যারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সমাজতন্ত্রের ক্রীড়নক হয়ে আছেন। তাদের অন্তরে সামান্য-পরিমাণ ইমানও যদি থাকে, তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে তারা এ কথাটি ভেবে দেখবেন—কী ভয়ংকর খেলায় মেতে আছেন তারা এবং কোন ধরনের লোকের হাতের পুতুল হয়ে গেছেন; তথাপি এর মূল উদ্দিষ্ট পাঠক হলেন পাকিস্তানের সাধারণ মুসলিমরা, যারা নিজেদের দীনধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতিকে হিন্দুদের হিংস্র থাবা থেকে বাঁচাতে সংগ্রাম করেছেন এবং ভয়ংকর এক রক্তসমুদ্র পেরিয়ে পাকিস্তানের তীরে এসে পৌঁছেছেন। এই রক্তরাঙা কাহিনি তাদের জন্য লেখা হয়েছে, যেন তারা এ থেকে শিক্ষা নিতে পারেন; পাকিস্তানকে যারা সমরকন্দ ও বুখারা বানানোর চিন্তায় দৌড়ঝাঁপ করছেন, তাদের স্লোগান ও শরিয়তসম্মত লেবাস-সুরত দেখে যেন ধোঁকায় না পড়ে যান এবং কুফর ও নাস্তিক্যবাদের এই সরদারদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রাচীরের মতো দাঁড়ান সেই চেতনায়, যে চেতনা বুকে নিয়ে একদা হিন্দুদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। সে সময় হিন্দুস্থানের মুসলিমরা যে দুর্যোগ ও বিপদ মোকাবিলা করেছিলেন, পাকিস্তানের ইসলামি রাষ্ট্রেও সেই একই বিপদ এসে দেখা দিয়েছে কমিউনিস্ট ও তাদের নামসর্বস্ব ধার্মিক দোসরদের পক্ষ থেকে।

আবাদ শাহপুরি
২৪ ডিসেম্বর ১৯৬৯

◆

প্রথম অধ্যায়

চোখে দেখা তুর্কিস্তানের রক্তাক্ত উপখ্যান

এক. গন্তব্য অজানা : লক্ষ্য স্থির

সেই রাতটি আমি কখনো ভুলব না। ৩৮ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। তবু আজও সেই রাতের প্রতিটি মুহূর্ত আমার স্মৃতির মণিকোঠায় অঙ্কিত হয়ে আছে। দিন-রাতের সহস্র ঘূর্ণনের মধ্যেও সে রাতের স্মৃতিগুলোর ঔজ্জ্বল্যে একটুও ভাটা পড়েনি। কখনো তো এমন মনে হয়, যেন বাড়ির দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে মা আমাকে বিদায় জানাচ্ছেন আর বলছেন, 'বেটা, আল্লাহ তোমার সহায় হোন। আমার উপদেশগুলো ভুলে যেয়ো না, তাহলে আমি খুবই অসন্তুষ্ট হব তোমার ওপর।'

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের কথা। ফেব্রুয়ারির শেষ বা মার্চের শুরুর দিককার কোনো একদিন। আমি আমার ঘরের খাটে শুয়ে ছিলাম। মা এসে আস্তে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগালেন আমাকে। চোখ মেলে তাকিয়েই উঠে বসি এবং তৎক্ষণাৎ পুরো বিষয়টি বুঝে ফেলি—সেই মুহূর্ত উপস্থিত, যার জন্য আমরা মা-বেটা কয়েকদিন যাবৎ শলাপরামর্শ করছিলাম!

বেটা, ওঠো, অজু করো—মা বললেন। এ কথা বলে তিনি ফিরে গিয়ে অজুর পাত্রে পানি ভরতে লাগলেন। আমি শৌচকার্য শেষ করে অজু করি। মা নিজেও অজু করেন। তারপর আমরা মা-ছেলে আল্লাহর অবারিত দরবারে লুটিয়ে পড়ি। দু-রাকাত নামাজ আদায় হলো। মা আরও অনেক দুআ-দুরুদ পড়ে আমাকে ফুঁ দিলেন। তারপর চলে গেলেন রান্নাঘরে। ১৫-২০ মিনিট পর দস্তরখান সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন; আর হাতে ছিল বাটির[১] পাখির শিক-কাবাব। একটি কাবাব নিজ হাতে আমাকে খাইয়ে দিলেন। খাওয়া শেষ হলে বললেন, 'কলিজার টুকরো বেটা আমার, যাও; শেষবারের মতো তোমার নিষ্পাপ ভাইবোনদের জীবিত মুখখানা দেখে এসো।' আমি কিছুটা এগিয়ে ওদের খাটের কাছে যাই। ফেরেশতার মতো নিষ্পাপ শিশুগুলো জগৎ-সংসার ভুলে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। নিষ্কলুষ পবিত্রতার সৌরভ ছড়াচ্ছে ওদের মুখজুড়ে। আমি এক

---

[১] বাটির : তিতিরজাতীয় একধরনের ছোট পাখি।

এক করে সবার কপালে হাত রেখে ওঁদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করলাম।।

এ সময়টা আমার জন্য ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শনের এক চরম পরীক্ষা ছিল। হৃদয়ের গভীরে স্নেহ ও ভালোবাসার প্রপাত উপচে পড়ছে। হায়! ভাইবোনদের এই মুখ হয়তো জীবনে আর কোনোদিন দেখা হবে না—আমি ভাবছি আর দুচোখ বেয়ে অঝোরে ঝরছে অশ্রুধারা। তৎক্ষণাৎ আবার চোখ মুছে শুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিলাম। মায়ের বয়স যদিও তখন ৬৫ ছিল; কিন্তু তিনি ছিলেন তরুণদের থেকেও বেশি সাহসী আর সতর্ক। চুপচাপ কিছু সময় আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এসে পড়ো বেটা!' তাঁর কণ্ঠস্বরে কিছুটা কম্পন ছিল। মনে হচ্ছিল নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বালিশের আকৃতির ছোট একটি বিছানা নিয়ে চলতে লাগলেন তিনি। আমি তাঁর পেছন পেছন হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে পৌঁছলাম। মা উঠোন থেকে পথ ধরলেন বাগানের। তারপর বাগানের দরজা খুলে প্রবেশ করলেন ভেতরে। এবার আমরা খোলা আকাশের নিচে বাগানের গাছপালার মধ্যে দাঁড়ানো!

তিনি আমার কপালে চুমো দিয়ে বলতে লাগলেন, 'বেটা, তুমি আমার বৃদ্ধ বয়সের একান্ত অবলম্বন আর সকল আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি তো দেখছই—তোমার মাতৃভূমিতে তুমি একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে বেঁচে থেকে আমার সেবাযত্ন করতে পারবে না। সুতরাং তোমাকে তোমার দীন-ইমান ও মাতৃভূমি রক্ষার জন্য স্বাধীন কোনো দেশে চলে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। তবে একটি শর্ত আছে, তোমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব হয় তুর্কিস্তানের মুসলিমদের অসহায়ত্ব আর তাদের দীনের অবমাননার সংবাদ দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান ও স্বাধীন জাতির কাছে পৌঁছে দেবে। বেটা, আমি তোমাকে কখনো অজুবিহীন দুধ পান করাইনি। যদি তুমি তোমার এই লক্ষ্যের কথা ভুলে যাও, তাহলে আমি কখনোই তোমার ওপর সন্তুষ্ট হব না। মানুষের মর্যাদা ও সম্মানের দাবি হলো, সে তার কথা ও প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট থাকবে।'

তারপর মা আমার হাতে সেই ছোট্ট বালিশ আর বিছানাটি তুলে দিলেন—এক-দুই সের ওজন ছিল ওটার। মা বললেন, 'এর যথাযথ হিফাজত করবে। বিশেষ করে এর ভেতর একটি কুরআন শরিফ আছে; একে তোমার রক্ষাকবচ বানিয়ে রাখবে। গন্তব্যস্থলে যাওয়ার পর এর বর্তমান মলাটটি খুলে নতুন আরেকটি লাগিয়ে নেবে। পুরানো মলাটটি ছিঁড়ে আগুনে জ্বালিয়ে দেবে; আর ছাইগুলো কোনো কূপ বা নদীতে ফেলে দেবে।'

কথায় জোর দেওয়ার মতো করে মা বললেন, 'দ্যাখো, কোনো জিনিসের মোহ যেন তোমাকে তোমার জন্মস্থান-মাতৃভূমির কথা ভুলিয়ে না দেয়। সহানুভূতিশীলদের সহানুভূতিকে কখনো ভুলে যাবে না। যে তোমার খোদার দুশমন আর তোমার দেশের

স্বাধীনতা হরণকারী, সে কখনো তোমার বন্ধু বা কল্যাণকামী হতে পারে না। ভীতু মানুষ সর্বদা গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো থেকে বঞ্চিত থাকে। জীবনে মৃত্যু একবার আসবেই। ইমানের চেয়ে মূল্যবান কোনো সম্পদ নেই। সাহসী পুরুষ তার কথা থেকে কখনো পিছপা হয় না। এই তিনটি কথাকে যে এড়িয়ে চলে, পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকার এক কড়ি মূল্যও থাকে না।'

মা বেশ কিছু সময় ধরে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে গেলেন। রাত তখন ৩ কি সোয়া ৩টা বাজে। শেষ রাতের নিস্তব্ধতার ভেতর কখনো মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছিল—আকাশে বিচ্ছুরিত চাঁদের আলো; গাছপালার ছায়া বিস্তৃত হচ্ছে। আমরা বাগান পেরিয়ে বাড়ির দেয়ালের কাছে এলাম। মা হাত তুলে দুআ করলেন। মমতার হাত বুলিয়ে দিলেন মাথা ও চেহারায়। তারপর কাঁধে চাপড় দিয়ে বললেন, 'যাও, বেটা; আল্লাহ তোমার সঙ্গী ও সহায় হবেন।'

আমি শেষবারের মতো বাড়ি ও বাগানের দিকে তাকালাম। এই বাগানের অসংখ্য চারাগাছ আমি নিজ হাতে লাগিয়েছি আর রক্ত-ঘামে সিঞ্চিত করেছি। এই ঘরেই জন্মেছি, এখানেই লালিতপালিত হয়ে এত বড় হয়েছি। এই সেই ঘর, আমাদের শত প্রজন্মের উপাখ্যান আর কিংবদন্তির নীরব সাক্ষী, যার প্রতিটি ইট-পাথরের সঙ্গে অতীতের কাহিনি আর আমার শৈশবের নিগূঢ় সম্পর্ক! বুক ভরে শীতল নিশ্বাস টেনে নিয়ে মাকে সালাম দিলাম। তারপর দেয়ালে চড়ে লাফ দিয়ে বাইরে নামলাম।

আমাদের বাগান আর বড় রাস্তার মধ্যে একটি কবরস্থান। কবরস্থানের পরিস্থিতি বেশ ভীতিপ্রদ। পুরানো ভাঙাচোরা কবর আর মাটির উঁচুনিচু টিলা—সব মিলিয়ে আমি কিছুটা ভয় পেয়ে গেলাম। তবু মনে সাহস আগলে প্রবেশ করলাম কবরস্থানে—হাতে মায়ের দেওয়া সেই উপহার। মাত্র দুয়েক পা সামনে এগিয়েছি, তখনই বাগান থেকে এক প্রলম্বিত আর্তনাদের মতো শব্দ ভেসে এল! আমি ত্রস্তপায়ে আবার বাগানে ফিরে এলাম—দেয়ালের পাশে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন মা! চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে দিলে চোখ মেলে তাকালেন। আমাকে দেখে বললেন, 'তুমি আবার ফিরে এসেছ কেন? নিজের গন্তব্যে অবিচল থেকো। আমাদের রক্ষাকারী সেই পরাক্রমশালী আল্লাহ, যাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখা প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষের জীবনের পুঁজি।' তখন আমি বাগান থেকে বেরিয়ে অজানা গন্তব্যের পথে পা বাড়ালাম...

কেন রাতের নির্জন অন্ধকারে লুকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম? কোন কোন জায়গার জমিন চষে বেড়িয়েছি আর কতশত বিপদের শিকার হয়েছি? এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমাদের অতীতের দিকে ফিরে যেতে হবে।

দুই. জার সম্রাটের যুগে তুর্কিস্তান

ফারাগানার[২] আন্দিজান জেলার ছোট্ট একটি শহরের নাম কায়েকি। এই ছোট্ট শহরেই ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে আমার জন্ম। বাবার নাম খাজা খান দামলা[৩]। দাদার নাম শায়খ ইজ্জত উল্লাহ; আর নানার নাম গিয়াসুদ্দিন ইশান নামানগানি। সম্মানিত এ ব্যক্তিবর্গের সবাই আপনাপন সময়ের প্রাজ্ঞ আলিম ছিলেন। নানাজানকে পুরো তুর্কিস্তানেই 'উসতাজুল আলম' বলা হতো। তাঁর ছাত্রশিষ্যদের সংখ্যা ছিল প্রচুর।

আমার পিতার বংশতালিকার চার পুরুষ পর্যন্ত আলিমে দীন আর নকশবন্দিয়া তরিকার খলিফা পাওয়া যায়। মায়ের দিক থেকে আমার বংশপরম্পরা হুসাইন রা. পর্যন্ত গিয়ে মিশেছে। নানার বংশের লোকেরা কুতায়বা ইবনু মুসলিমের সঙ্গে তুর্কিস্তানে এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য। তারপর এখানেই থেকে যান। সেই সময় থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত এই বংশে বড় বড় আলিম, পির-বুজুর্গ জন্মেছেন। আমার হিজরতের সময় পর্যন্ত তুর্কিস্তানে তাঁদের মাজার বিদ্যমান ছিল।

যখন রাশিয়ার জারেরা তুর্কিস্তানে সশস্ত্র হামলা শুরু করে, তখন আমার নানাজান গিয়াসুদ্দিন ইশান ও মায়ের মামা বাসুর তুরাহ নামানগানি সেই হামলার প্রতিরোধে প্রথমসারিতে দাঁড়ান। তাঁর এই 'অপরাধ'র কারণে জীবনভর তাঁকে শাসকদের কড়া নজরদারিতেই থাকতে হয়েছিল এবং ওই নজরবন্দি অবস্থাতেই তাঁর ইনতিকাল হয়। আমার তিন মামা—আবদুল হামিদ খান তুরাহ, আবদুর রশিদ খান তুরাহ ও মহিউদ্দিন খান তুরাহ সবাই খোদাভীরু ও দুনিয়াবিরাগী মানুষ ছিলেন এবং সব শ্রেণির মানুষের আস্থাভাজন ও কেন্দ্রস্থল ছিলেন।

বলে রাখা ভালো, 'খান' শব্দটি তুর্কিস্তানে হয় নবি-বংশের লোকদের জন্য ব্যবহৃত হয়, নতুবা রাজা-বাদশাহর জন্য। আমাদের বংশ ছিল বেশ বড়। আমরা ভাইবোন মিলে মোট ১১ জন। পাঁচ ভাই আর দুই বোন ছিলেন আমার বড়। আমাদের বংশের মহিলারা পর্যন্ত আরবি ও ফারসি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। আমার মা ও তাঁর চার বোন ছিলেন উঁচু স্তরের আলিম।

আমাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল চাষবাস আর ব্যবসাবাণিজ্য। প্রায় ২৫ বর্গ একর জমি ছিল। এর অর্ধেক বৃষ্টিনির্ভর জমি; বাকি অর্ধেক ছিল নদীর সেচনির্ভর। এখানে চাষের ভূমি যেমন ছিল, তেমনি বাগান আর বনভূমিও ছিল। মোটকথা, আমরা বেশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই জীবনযাপন করতাম।

---

[২] ইদানীং একে উজবেকিস্তান বলা হয়।

[৩] তুর্কিরা মাওলানাকে 'দামলা' বলে।